

সেবেচ্ছেইব তৎপ্রার্থাং প্রাপ্তবন্তঃ । যচ্চ ব্রজস্তানিমিষামুদভাবত্যা ইত্যাদিবৎ ॥
১১ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৮১—৮৪ ॥

শ্লোকস্থ “ইতরৈরপি” এই পদের অর্থ তীর্থযাত্রা ব্রতাদি-অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ফললাভ হইবে, সে সমুদয় ফলই আমার ভক্তিয়োগ-প্রভাবে মদীয় ভক্ত লাভ করিয়া থাকে । অথচ সেইসকল ফললাভও অনায়াসেই হইয়া থাকে । সেইসকল সাধনের সর্বফল কি ? তাহাই বলিতেছেন— “স্বর্গাপবর্গং মক্ষাম” অর্থাৎ স্বর্গ—প্রাপক্ষিক সুখ । ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে অপবর্গ—মোক্ষসুখও হইয়া থাকে ; এমন কি সেই প্রাপক্ষিক সুখ এবং মোক্ষসুখকে তিরস্কার করে এবমুত সুখও হইয়া থাকে । ইহাই বলিতেছেন “মক্ষাম” অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে বাসজনিত সুখও যদি অনুভব করিতে চায়, তাহাও আমার ভক্তিয়োগ-প্রভাবে আমার ভক্ত অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে । এস্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে জন শ্রীকৃষ্ণের নিকাম ভক্ত, সে জন আবার স্বর্গ মোক্ষ বৈকুণ্ঠ চাহিবে কেন ? আর যদি চায়, তাহা হইলে সে জন কিরূপে নিকাম ভক্ত হইতে পারে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—“কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি” অর্থাৎ ভক্তিরই সহায়কারী-রূপে কোনও ভক্ত যদি বাঞ্ছা করে ; যেমন সেই তিনটি বাঞ্ছার মধ্যে শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতির মত কোন ভক্তের স্বর্গবাঞ্ছা হইয়া থাকে, সেই শ্রীচিত্রকেতু মহারাজের স্বর্গবাঞ্ছাটি যে ভক্তির সহায়কারীরূপে হইয়াছিল, তাহাও বর্ষলক্ষ্যে উল্লেখ করা আছে—“স লক্ষং বর্ষলক্ষ্যণামব্যাহতবলক্রিয়ঃ । রেমেবিদ্যধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্ ॥” অর্থাৎ সেই শ্রীমান্ চিত্রকেতু মহারাজ অপ্রতিহতবলক্রিয় হইয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষপর্য্যন্ত বিদ্যধরস্ত্রীগণের দ্বারা নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীহরিকীর্তন করাইয়া বিহার করিয়াছিলেন । এস্থলে তাঁহার স্বর্গীয়-সুখবাঞ্ছাটির উদ্দেশ্য অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বার্ষিক্যরহিত-ভাবে সুকণ্ঠী বিদ্যধররমণীগণের সুকণ্ঠে গীত নিজ প্রাণবল্লভের গুণকীর্তনের লালসায় হইয়াছিল । কারণ মরজগতে থাকিলে বার্ষিক্য আসিয়া শ্রীহরিকীর্তন-শ্রবণাদিতে অবসাদ ঘটাইবে এবং সুকণ্ঠী বিদ্যধররমণীগণও দীর্ঘকাল মরজগতে থাকিলে তাহাদেরও বার্ষিক্য আসিবে ও সুস্বর ভক্ত হইয়া যাইবে ; সাধ মিটাইয়া শ্রীহরিকীর্তন শ্রবণ করা হইবে না—এই ভাবিয়াই স্বর্গবাঞ্ছা করিয়াছিলেন । কোন কোন ভক্ত নিকাম হইয়াও শ্রীশুকদেবাদের মত স্বর্গবাঞ্ছা করিয়া থাকেন । শ্রীশুকদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মায়া-নিবৃত্তির প্রার্থনা জানাইলে, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রার্থনানুসারে মায়ানিবৃত্তি করিয়া দিলে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছিলেন—এইরূপ কথাপ্রসঙ্গ